আলমডাঙ্গায় দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান-কর্মসূচি (কর্মসৃজন) প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা লুট

আলমডাঙ্গায় অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান-কর্মসূচি (কর্মসৃজন) প্রকল্পের বরাদ্দের টাকা লুট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রকল্পে কাজ না করে ভুয়া শ্রমিকের নামের তালিকা বানিয়ে এই টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

এই অনিয়মের সঙ্গে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্ত দেখভাল কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা রয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র বলছে, কর্মসৃজন প্রকল্পের লুটের টাকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, ট্যাগ অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও প্রকল্প দেখভালকারী কর্মকর্তার মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করা হচ্ছে।

প্রতিটি ইউনিয়নে ৮/১২ হাজার টাকা সাপ্তাহিক অর্থ হাতিয়ে নিছে বলে অভিযোগ করেন ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি বছর আলমডাঙ্গা উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নে কর্মসৃজন প্রকল্পের ৪০ দিনের জন্য মোট ১ কোটি ৭৩ লাখ ১২ হাজার টাকা বরাদ্দ আসে। সেই বরাদ্দ উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে পাঁচটি করে প্রকল্প ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রকল্পের জন্য উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়নে ২ হাজার ১শত ৬৪ জন শ্রমিক বরাদ্দ দেওয়া হয়।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায়, উপজেলার প্রতিটি প্রকল্পেই কাজ করছে অর্ধেকেরও কম শ্রমিক।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শ্রমিক জানান, পিআইসিরা তাদের কাছ থেকে আগেই সব স্বাক্ষর করে নিয়েছেন। তাছাড়া অনেকের নাম আছে যাদের কোনোদিন প্রকল্প এলাকায় দেখা যায়নি।

এ ব্যাপারে কয়েকজন পিআইসি ও ইউপি সদস্য বলেন, বর্তমানে একজন শ্রমিকের মজুরি ৪০০ টাকা। সেখানে মাত্র ২০০ টাকায় কোনও শ্রমিক কাজ করতে আসতে চান না।

এ ধরনের অনৈতিক বা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কাজ করা যায় কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, পিআইওসহ এই কাজের সঙ্গে জড়িতদের আর্থিকভাবে ম্যানেজ করেই তালিকা গড়মিল করা হয়।

একাধিক ইউপি সচিব নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সংশ্লিষ্ট ইউপি’র বরাদ্দ থেকে মোটা অংকের টাকা চলে যায় পিআইও’র পকেটে। আর ভুয়া তালিকার বেশিরভাগ ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের ছত্রছায়ায় হয়ে থাকে।

প্রকল্প দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-সহকারী প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম বলেন, ‘এই প্রকল্প সম্পর্কে আমার কাছে জানতে না চেয়ে বরং পিআইও’র কাছে থেকে জেনে নেন। তিনিই ভালো তথ্য পারবেন।

এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক বলেন, ‘এই সকল টাকা নেওয়ার কথা গুলো ভিত্তিহীন হিসেবে তিনি আরো বলেন, কর্মসৃজনী কাজ শেষ। যদি আমার কাছে লেবার কম থাকার বিষয়ে অভিযোগ থাকতো তাহলে যথাযথ ভাবে আমি ব্যবস্থা নিতাম।

এ বিষয়ে সচেতন মহলের দাবি, সরকার যে উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প হাতে নিয়েছে, সেটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নসহ ছোটবড় দুর্নীতি দিনদিন বেড়েই চলেছে। এই কাজের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে সচেতন মহল।

দামুড়হুদায় ইজিবাইক শ্রমিকদের মানববন্ধন

দামুড়হুদা উপজেলায় ইজিবাইক শ্রমিকরা মানববন্ধন করেছে। দামুড়হুদা

উপজেলার ইজিবাইক চুয়াডাঙ্গা শহরে বাস-মালিক সমিতির শ্রমিকরা প্রবেশ করতে না দেওয়ায় এই মানববন্ধন করে তারা।

গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১২টায় দামুড়হুদা ফুটবল মাঠে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা উপজেলার ইজিবাইক শ্রমিকরা তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা শহরে ইজিবাইক চালানোর অনুমতি দেওয়ার জন্য একদাবি আদায়ে এই মানববন্ধন করে।

ইজিবাইক চালক ইব্রাহিম (২৫) বলেন, দীর্ঘ মাস ২ আমাদের কে শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। শহরের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারায় আমাদের ঠিক মত ভাড়া হচ্ছে না। যে কারণে আমি ইজিবাইক মালিককে টাকা পরিশোধ করে আমার সংসার চালাতে পারছি না।

যে কারণে আমার পরিবার নিয়ে আমি খুব কষ্টে দিন পার করছি। দামুড়হুদা থেকে চুয়াডাঙ্গার যাওয়ার জন্য এক যাত্রী রবিউল (২০) বলেন, ইজিবাইক ধর্মঘট ডাকায় অনেকক্ষণ ধরে আমি এখানে দাঁড়িয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু গাড়ি পাচ্ছি না, ইজিবাইক চালকদের দীর্ঘদিন চুয়াডাঙ্গা শহরে ঢুকতে না দেওয়ায় বাসে আমাদের অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হয়, যা আমাদের জন্য অসুবিধা জনক। আমরা চাই দ্রুত এর সমাধান হোক।

ইজিবাইক শ্রমিকদের এই ধর্মঘট সম্পর্কে জানতে চাইলে দামুড়হুদা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, আমি কিছুক্ষণ আগে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়েছি তাদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে ডিসি স্যারের সাথে কথা বলে দ্রুত এর সমাধান করব।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবৈধ দোকান ঘর অপসারণ

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সের পিছনের খাস জমিতে ৩১ টি অবৈধ দোকান অপসারণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার সময় উক্ত স্থানে আরো ১৫ টি দোকান ১৭. ০১.২০২১ তারিখের মধ্যে অপসরণ করা হবে বলে জানান দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান।

এ সময় তিনি বলেন, আজ প্রায় ১ একর জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে । পরবর্তিতে পর্যায়ক্রমে সব অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউনিয়ন ভূমি অফিসার রফিকুল ইসলাম, পেশকার জিহন আলী, কার্পাসডাঙ্গা বাজার কমিটির সভাপতি এমদাদুল হক, কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের আইসি এসআই আতিকুল রহমান জুয়েলসহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী ও স্থানীয় লোকজন।

চুয়াডাঙ্গায় করোনায় এক জনের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে শাফা উদ্দিন (৬৬) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি বড় গাংনীর বাসিন্দা।

আজ সকাল সাড়ে সাতটার সময় তিনি চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ৫ জানুয়ারি করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হন। আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

এখন পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে করোনা রোগী ভর্তি আছেন ৩ জন। আজ নতুন করে করোনা উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন আরও দুইজন মোট করোনা উপসর্গ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছেন ১০ জন।

চুয়াডাঙ্গায় বিএনসিসি ২৩ ব্যাটালিয়ন এর উদ্যোগে মাস্ক ও কম্বল বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বিএনসিসি এর উদ্যোগে মাস্ক ও কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। আজ বুধবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ হতে বড়বাজার হাসান চত্বরে পর্যন্ত র্যালী করে বড়বাজার হাসান চত্বরে কম্বল বিতরণ ও মাস্ক বিতরণ করেন।

এসময় অংশ গ্রহণ করেন সুন্দরবন রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত ৬ টি প্রতিষ্ঠান।

চুয়াডাঙ্গা জেলার ছয়টি ইউনিট হলো- চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, ভি জে সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, সরোজগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, জীবননগর ডিগ্রী কলেজ, দর্শনা সরকারি কলেজ ও এম এ বারী উচ্চ বিদ্যালয়।

কম্বল বিতরণ অনূষ্ঠানে মেজর মোঃ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম সাইফুর রাশীদ।
এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, সার্জেন্ট অনিত হাসান ও সার্জেন্ট টি জে তানভীর।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে কে হচ্ছে নৌকার মাঝি?

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে কে হচ্ছে নৌকা নৌকার মাঝি। আজ বুধবার বিকালে মন্ত্রাণালয়ের নির্বাচন কমিটির মিটিং এর মাধ্যমে ঘোষণা দিবেন।

এ নিয়ে এলাকাজুড়ে চলছে নিস্তব্ধতা। থমকে আছে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। সকল কর্মীরা তাকিয়ে আছে কেন্দ্রের দিকে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামীলীগের ৭ জন ও কৃষকলীগের ১ জন মনোনয়ন পত্র জমা দেন।

বর্তমানে নমিনেশন প্রাপ্তি সকল নেতাকর্মীরা ঢাকায় অবস্থান করছে। নৌকা পেতে চলছে কেন্দ্রীয় লবিং।

নৌকা পেতে সবাই আশাবাদী। সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক জুড়ে চলছে দোয়া কামণা সহ দিচ্ছে উন্নয়ন মূলক প্রতিশ্রুতি।

এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে বিএনপির নমিনেশন পেলেন সাবেক মেয়র আলহাজ্ব মীরমহি উদ্দিন।

বিএনপির পক্ষ থেকে নমিনেশন পেলেও কোন নেতাকর্মীদের উল্লাস অথবা দেখা যায়নি নির্বাচন মাঠে।

পুলিশে অভিযোগ দেওয়ায় মামলা ও প্রাণনাশের হুমকি

আলমডাঙ্গায় জমি সংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জের ধরে স্কুল ছাত্রকে মারপিটের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে খাদেমপুর ইউনিয়নের রংপুর এ ঘটনাটি ঘটে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের রংপুর গ্রামের ইকরাম হক (৩২) এর স্কুল পড়ুয়া ছেলে রাব্বি হাসান (১৩) ও স্বপন হোসেনের স্কুল পড়ুয়া ছেলে সোলায়মান হোসেন (৯) গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার দিকে রংপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলা করছিলো। এসময় সোলায়মান ও রাব্বির মধ্যে খেলাকে কেন্দ্র করে বাকবিতান্ড হয়। এসময়, সোলায়মান তার চাচা মোহাম্মদ আলির (৫৫) ছেলে সাইম (২৮) কে ডেকে নিয়ে আসে।

সাইয়েম এসে স্কুল ছাত্র রাব্বিকে গলা টিপে ধরে ও গাছের ডাল দিয়ে বেধরক মারপিট করে। মারপিটের ঘটনায় রাব্বি গুরুত্বর আহত হয়। আহত রাব্বি কে প্রথমিক চিকিৎসা দিয়ে বড়িতে পাঠায় স্থানীয়রা।

একই ঘটনা এর আগেও ঘটেছে বলে জানান রাব্বির। পিতা তিনি আরো বলেন, সাইম সম্পর্কে আমার ভাগিনা (বোনের ছেলে) হয়। তার সঙ্গে অমার পিতার জমি নিয়ে দীর্ঘ দিনের বিরোধ চলছে ইতিপুর্বে সে আমার ছেলেকে কয়েকবার হত্যার চেষ্টা করে এছাড়াও আমার ছোট ভাই ও তার ছেলেকে কিছুদিন আগে মারধর করে। সে আমার বড় ও মেজ ভাইকে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

এ ঘটনায় আমি তাৎক্ষণিক পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ি পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ করি। পুলিশের নিকট লিখিত অভিযোগ করায় সে আমাকে বিকৃত ভাষায় বলে পুলিশের নিকট অভিযোগ দিয়ে আমার কিচ্ছু করতে পারবে না আমার পিছনে অনেক বড় শক্তি আছে কিচ্ছু হবে না আমার বরং আমি তোকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবো আমি আলমডাঙ্গা থানায় যাচ্ছি তোর নামে মাদক ব্যবসা ও মাদক সেবনের অভিযোগ দেবো দেখি কে তোকে বাঁচাতে পারে এছাড়াও সে আমাকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিতে জানতে চায়লে পাঁচ-কমলাপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ মহাম্মদ আলি বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনও বিষয়টা নিয়ে তদন্ত চলছে বলে জানান।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় সরকারি জমি দখলের অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পসডাঙ্গায় সরকারি খাঁস জমি দখল করে দোকান ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। বেশ কয়েক দিন ধরে চলছে ৩২ টি দোকান ঘর নির্মাণের কাজ। ইতোমধ্যে বেশ কিছু ঘরের কাজ প্রায় শেষের পথে, ও বেশ কিছু নির্মাণ কাজ চলছে।

গত শনিবারের মধ্যে সকল দখলদারদের অবৈধ ঘর অপসারণের নির্দেশ দেন উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে অবৈধ ঘর নির্মাণ অপসরণ করা হয়নি বলে জানা গেছে।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা যায়, উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর পিছনে, ১৪৯৮ দাগে প্রায় ১৪ একর খাস

জমি রয়েছে। গত বেশ কয় এক দিন ধরে ঐ জমিতে স্থানীয় প্রভাবশালী নেতা, সংবাদ কর্মী ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অফিস সহায়ক বাহারু ইসলামসহ প্রায় ১০/১৫জন জমি দখল করে ৩২ টি অবৈধভাবে দোকান ঘর নির্মাণ করছেন।

এ সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ম্যাজিস্টেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলে ঘটনার সতত্যা পান।

এ সময় ঘটনাস্থল পরিদর্শন কালে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের গত শনিবার বেধে দেওয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল অবৈধ দখল অপসারণ করা না হলে অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আইন গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে সকলকে অবহিত করে নির্দেশ প্রধান করলেও আইন লঙ্ঘন করে একই ভাবে দখলদাররা খাস জমি দখলে রেখে অবৈধ দখলদাররা তাদের কার্যক্রম চালানোর পায়তারা করছেন।

এ বিষয়ে সচেতন মহল বলছেন, কার্পাসডাঙ্গায় প্রভাবশালীদের মধ্যে সম্পত্তির ভাগ- বাটরা চলছে। উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় বিষয়টি বর্তমানে টপ অব দ্যা ভিলেজে পরিণত হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলার নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমানের নিকট মুঠোফোনে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমরা দ্রুত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষে থেকে অবৈধ দখল অপসারণের কথা বলা হলেও দখলদারা তা না মেনে আইন লঙ্ঘন করেছেন সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, অবৈধ দখল অপসারণের জন্য সরোজিনে আমি ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরিদর্শন কালে দখলদারদের মৌলিক ভাবে অপসারণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশ অমান্য করে অবৈধ ঘর দখলকারীরা যেই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে

দামুড়হুদায় এ.আর. মালিক প্রাইভেট লিঃ কপির বীজ কিনে বিপাকে কৃষকরা

দামুড়হুদায় মজলিসপুর গ্রামের কৃষকেরা এ আর মালিক সীডস্ প্রাইভেট লিমিটেডের নিকট ফুলকপির বীজ কিনে বিপাকে পড়েছেন।

দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত মজলিসপুর গ্রামের সাধারণ কৃষকরা তাদের জমিতে ফুল কপি লাগানোর জন্য বীজ কিনতে পাশ্ববর্তী মেহেরপুর জেলার বড় বাজারে অবস্থিত আল্লাহর দান বীজ ভাণ্ডার ও তাঈম এগ্রো সীডের দোকানে যান সেসময় এ আর মালিক সীড এর পরিবেশক মেহেরপুর বড়বাজারে প্রোঃ দয়াল রানা এ আর মালিক সীডস্ প্রাইভেট লিমিটেডের WHITE STONE এর SAKATA সীডস্রে বীজ ভালো হবে বলে কৃষকদেরকে বীজ কিনতে উৎসাহী করলে মজলিসপুর গ্রামের প্রায় ২৫/৩৫ জন কৃষক প্রায় ১৪০ প্যাকেট বীজ ৫৫০ টাকা দরে কেনেন।

কৃষকরা তাদের মাঠের জমিতে ঐ কোম্পানির বীজ দিয়ে বেড তৈরির ৩০/৪০ দিনের মধ্যে বেডেই ফুলকপির গুটি বেরহতে দেখেন এবং ফুলকপি ওজন হয় ৫০-১০০ গ্রামের মতো। সাধারণ বেডে থাকার ৬০ দিন পর চারা রোপণ করার কথা কিন্তুু দেখা গেছে ৩০-৪০ দিন পরই কপি বেরিয়ে যায়। বীজ কিনে ফুল বেরোনোর পর ফলন না হওয়ায় দিশেহারা কৃষকেরা।

উপজেলার মজলিসপুর গ্রামের কৃষক রিপন ৫, হয়রত ৫, আশা আলী ৪, আনাস ৩, ছাদ আলী ৬, সুরুজ ১৩, আবু সাঈদ ৪, মাহাফুজ ২, শান্তি ৩, মামুন২, আজাদ ৩, কালা চাঁদ ২, রাজন ৬, রাকিব ২ প্যাকেট সহ আরো ১০ জন কৃষক বীজ কিনে চরম বিপাকে পড়ে কৃষি অফিসার বরাবর ২৯ ডিসেম্বর, অভিযোগ করেন। এর প্রেক্ষিতে এ আর মালিক সীডস্ প্রাইভেট লিমিটেডের এরিয়া ম্যানেজার (মার্কেটিং ডেভেলপমেন্ট) আব্দুল হালিম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর দামুড়হুদায় কৃষি অফিসে উপস্থিত থেকে আসস্ত করে বলেন, কৃষকদের সাথে মাঠে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে দেখার পর প্রকৃতি কৃষকদের সাথে কথা বলে ডিলারের মাধ্যমে সমাধানর করা হবে। কিন্তু বিভিন্ন ভাবে কাল ক্ষেপণ করে কোম্পানির প্রতিনিধিরা জানান, আমাদের কোম্পানির বীজ কৃষকরা যে পরিমাণে ক্রয় করেছেন সে পরিমাণের দাম ক্ষতি পূরণ হিসেবে দেওয়া হবে। কৃষকরা তাতে রাজি হয়নি।

কৃষকদের দাবি আমরা নিজ ও পরের জমিতে চাষ করি, সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের সার – তেল, জমির খরচ, শ্রমিক খরচ দিয়ে অনেক খরচ হয়ে যায়। অথচ কোম্পানিটি আমাদের কে শুধু বীজের দাম দেওয়ার কথা বলছে, তাতে আমরা রাজি নয়। আমাদের দামুড়হুদা কৃষক সমাজের অভিভাবক কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামানের কাছে আমাদের অভিযোগ দেওয়া আছে।

আমাদের যে পরিমাণের ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ আমরা পাব বলে আশা করছি। আর কোন কৃষক ভাইদের ক্ষতি যেন না হয় সেজন্য এধরণের বীজ যাতে বাজারজাত না করতে পারে এবং কৃষক ও কৃষি ধ্বংস করে কেউ যেন বেশি মুনাফা অর্জন করতে না পারেন সে বিষয় টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দেখার জন্য দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা।

লক্ষীপুর ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বজলুর রহমান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বরাবর দেওয়া তদন্ত প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত ২৯ ডিসেম্বও, বিকাল ৩ টার দিকে ফুলকপি আবাদ কারী কৃষকদের মৌলিক অভিযোগের ভিত্তিতে কলাবাড়ী মজলিসপুর গ্রামের ১৫ জন কৃষকের জমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে দেখেন কপির বয়স পূর্ণ না হওয়ার আগেই ফুল কপির গাছে ফুল এসে গেছে।

কৃষকদের নিকট থেকে জানতে পারি যে, এ আর মালিক সীড কোঃ লিঃ এর হোয়াইট স্টোন জাতের তাঁরা বপন করেছে। বিক্রেতাদের কাছ থেকে বীজ গুলি ক্রয় করে সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এবং অক্টোবর মাসের শেষের প্রথম দিকে রোপণ করা হয়। বিক্রেতা তাদের বলে এই বীজ বপন করলে ফুলকপির ভালো ফলন হবে। কলাবাড়ী ব্লকের মজলিসপুর গ্রামের ১৫ জন কৃষকের ৬.৬৬(একর) জমির ফুল কপি সম্পূর্ণ রুপে ক্ষতি গ্রস্থ হয়, যাহার আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকা।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মনিরুজ্জামান বলেন, উপজেলার মজলিসপুর গ্রামের কৃষকরা কপির বীজ ক্রয় করে ফলন না হওয়ায় স্বশরীরে হাজির হয়ে অভিযোগ করেছিলেন, বিষয় টি আমরা গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছি। উল্লেখিত বিষয় টি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা বজলুর রহমানকে সরেজমিন তদন্ত পূর্বক রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিলো।

মজলিসপুর গ্রামের কৃষক ভাইদের কি পরিমাণ জমিতে ফুল কপি রোপণ করা হয়েছিলো তা সরোজিনে গিয়ে তদন্ত পূর্বক গত পরশু রবিবারে আমি তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি।

সেখানে দেখা গেছে কৃষকদের ৬.৬৬ একর জমিতে লাগানো ফুল কপির ক্ষতি

হয়েছে। কোম্পানির প্রতিনিধিরা আমাদেরকে জানিয়েছিলেন আমরা কর্তৃপক্ষের নিকট কথা বলে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করবো। যেহেতু তারা বিষয় টি কৃষকদের সাথে সমাধানে আসতে পারেন নি, এজন্য তদন্ত প্রতিবেদন টি আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবো।

দামুড়হুদা ইজিবাইক চালকদের ধর্মঘট: যাত্রী সাধারণের ভোগান্তি

চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরে ইজবাইক প্রবেশ করতে না দেওয়ায় দামুড়হুদায় ইজিবাইক চালকরা ধর্মঘট করেছে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত তারা দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুক্তমঞ্চের সামনে ধর্মঘট করে।

এসময় ইজিবাইক চালকরা বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার সব উপজেলা থেকে ইজিবাইক জেলা শহরে প্রবেশ করতে দিলেও দামুড়হুদা উপজেলার কোনো ইজিবাইক ঢুকতে দিচ্ছে না। যার ফলে আমরা ইজিবাইক চালকরাসহ যাত্রীরা প্রতিনিয়ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছি।

একটি মহল ইজিবাইক এসোসিয়েশনের নামে এমন মনগড়া নিয়ম তৈরি করে আমাদের কে প্রতিনিয়িত ভোগান্তি করছে। আমরা অনেকে ভাড়ায় চালিত ইজিবাইক চালায়। চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরে আমাদের কে ঢুকতে না দেওয়ার কারণে আমরা মালিক পক্ষদের কে ভাড়ার টাকা পরিশোধ করতে পারছি না।

এছাড়াও আমাদের অনেকে বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ইজিবাইক কিনেছি, স্বাধীন ভাবে গাড়ি চালাতে না পারাই আমরা এনজির ঋণ গুলোও পরিশোধ করতে পারছি না। এবং আমাদের উর্পাজন কমে যাওয়ায় পরিবারে নেমে এসছে অভাব-অনটন। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের পরিবার গুলো পথে নেমে যাবে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সুদুষ্টি কামনা করেছে ইজিবাইক চালকরা। ভুক্তভোগী যাত্রীরা অভিযোগ করে বলেন, ভেঙ্গে ভেঙ্গে

ইজিবাইক চলার কারণে আমাদের কে গুনতে হচ্ছে অতিরিক্ত ভাড়া।

বিশেষ করে বাসে যাতায়াত করা যাত্রীদের প্রহাতে হচ্ছে ভোগান্তি। বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের কে বেশি ভোগান্তি প্রহাতে হচ্ছে। অনেকটাই বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত ভাড়ায় আমাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান বলেন, এটা জেলা প্রশাসক স্যারের সিদ্ধান্ত, এক উপজেলা থেকে আর এক উপজেলায় ইজিবাইক প্রবেশ
করবে না। তবে অভিযোগ পেয়েছি যে, চুয়াডাঙ্গার ইজিবাইক গুলো দামুড়হুদায় আসছে। এবিষয়ে ওসি দামুড়হুদা কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি।